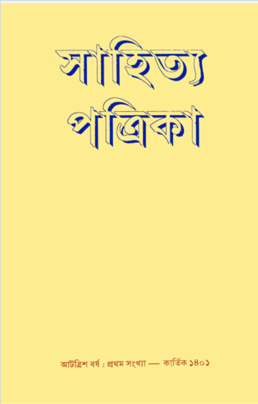


Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসবাদ



| | |
|---|---|
| Volume | 38 |
| Issue | 1 |
| Year | 1994 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মাধবী রাণী চন্দ |
| Published online | October 1, 1994 |
| DOI | 10.62328/sp.v38i1.7 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.7 |
| Pages | 115-130 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

# সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসবাদ

মাধবী রাণী চন্দ

রসশাস্ত্রের সৃষ্টির কাল এখনও নিঃসংশয়ে নির্দিষ্ট করা যায় নি। তবে আলংকারিকরা সকলেই রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ রস ও অলংকার- উভয়েই কাব্যসৌন্দর্যের দুটি উৎসরূপে বিরাজমান।

ভরত থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত সংস্কৃত আলংকারিকেরা রস সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা সমকালীন অন্য কোনো কাব্যতত্ত্বের ধারায় বিরল।

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রসশাস্ত্রের সৃষ্টি কোন্ সময় হতে হয়েছে তা বলা সহজ নয়। রস কথাটির উল্লেখ উপনিষদে[১] দেখতে পাওয়া গেলেও কাব্যে যে অর্থে রস শব্দের প্রয়োগ সে-অর্থে উপনিষদে পাওয়া যায় না।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত যদিও নাট্যকে উদ্দেশ্য করেই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তথাপি তাঁর আলোচনা শুধু নাট্যতত্ত্বের মধ্যেই সীমিত ছিলনা'। তিনি নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে কাব্যতত্ত্ব, সঙ্গীত, নৃত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আলংকারিকদের মধ্যে সকলেই 'রস' স্বীকার করেছেন। কেউ রসকে কাব্যের প্রাণভূত আত্মা এরূপ বলেছেন।[২] কেউবা রসকে বাচ্যার্থের চারুত্বজনক উপমাদি অলংকারের পর্যায়ভুক্ত করে অলংকার আখ্যা দিয়েছেন।[৩]

রস এবং অলংকার কাব্যের সৌন্দর্যের দু'টি উৎস। কিন্তু রস কাব্যের প্রাণভূত, অলংকার তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে, অথবা রসিক পাঠকের চিত্তে রসের অভিব্যক্তি বা আস্বাদন ঘটায় মাত্র।

রসস্পর্শ না থাকলে কোনো রচনাকে কাব্যই বলা যায় না।[৪] কিন্তু অলংকার না হলেও উৎকৃষ্ট কাব্য হতে কোনো বাধা নেই। মম্মট বলেছে– 'অনলংকৃতী পুনঃক্বাপি' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ অনলংকৃত হলেও কাব্য হতে পারে। ভরত বলেন :

নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃপ্রবর্ত্ততে
[ ভরত ১৯৮০ : ৬/৩১ ও ৭১)

ভরতের এ অভিমত সকল আলংকারিককে প্রভাবিত করেছিল। যাঁরা রসপ্রস্থান বা ধ্বনিপ্রস্থানকে অবলম্বন করেন নি তাঁরাও কাব্যে রসের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ভামহ প্রমুখ অলংকার-প্রস্থানের সমর্থকগণও রসের মহিমা ব্যাখ্যায় কুণ্ঠিত হন নি।[৫] মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেন: 'যুক্তং লোকে স্বভাবেন রসৈশ্চ বিবিধৈঃ পৃথক্ [ ভামহ ১৯৮১ : ১/২১]। দণ্ডীও বলেছেন -'রসভাবনিরন্তরম্' [ দণ্ডী ১৯৭০ : ১/১৮]; মহাকাব্য রসভাবপূর্ণ হবে। তিনি আরও বলেছেন সকল অলংকারের লক্ষ্য, কাব্যে রস সৃষ্টিকরা:

কামং সর্বোহপি অলংকারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাপ্য গ্রাম্যতৈবৈনং ভারংবহতি ভূয়সা।।'
[ দণ্ডী ১৯৭০ : ১/৬২]

কিন্তু এসব প্রাচীন আলংকারিক রসের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও রসকে বাচ্যার্থের চারুত্বহেতু উপমাদির ন্যায় অলংকার পর্যায়ভুক্ত করেছেন ও তাকে রসবৎ সংজ্ঞা দিয়েছেন। রসবৎ অলংকারের দণ্ডী এরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন- 'রসবদ্ রসপেশলম্' [দণ্ডী ১৯৭০ : ২/২৭৫ ]

এ প্রসঙ্গে দণ্ডী শৃঙ্গার প্রভৃতি অষ্টবিধ রসের উল্লেখ করেছেন। ২৮০ কারিকা হতে ২৯২ কারিকা পর্যন্ত অংশে দণ্ডী অষ্টবিধ রসবৎ অলংকারের বিশ্লেষণ করেছেন।

বামন কান্তিগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কান্তিগুণে দীপ্তরস থাকে- 'দীপ্তরসত্বংকান্তিঃ' [বামন ১৯০৯ : ৩/২/১৪ সূত্রবৃত্তি]। বৃত্তিতেও তিনি বলেন:

দীপ্তাঃ রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ো যস্য স দীপ্তরসঃ, তস্যভাবো দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ।

মহিমভট্ট ধ্বনিবাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে দৃঢ়সংকল্প হলেও রসকে অস্বীকার করেন নি। তিনি রসকে কাব্যাত্মারূপে ঘোষণা করেছেন:

'ন হি কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে কস্যচিদ্ বিমতিঃ।

[মহিমভট্ট ১৯৩৬ ]

এ স্থলে স্মরণ রাখতে হবে যে কাব্য ও নাটকের রস অভিন্ন। অভিনবগুপ্ত এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে বলেছেন যে সর্বত্রই রস বস্তুতপক্ষে একই।

নাট্যাৎসমুদায়রূপাদরসাঃ, যদি বা নাট্যমেব রসাঃ।
রস সমুদায়ো হি নাট্যম্ ; ন নাট্য এব চ রসাঃ কাব্যেপি।
[ভরত ১৯৮০:৬/অভিনব ভারতী]

'নাট্যে এব রসা, ন লোকে ইত্যর্থঃ। কাব্যং চ নাট্যমেব।
[ভরত ১৯৮০ : ৬]

এ কথার দ্বারা তিনি এটাই প্রচার করতে চেয়েছেন যে নাট্যরস ও কাব্যরস বস্তুত এক। কারণ নাট্য ও কাব্য একটি সাহিত্যবৃন্তে প্রস্ফুটিত দু'টি কুসুম। *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথও অনুরূপ মত পোষণ করতেন:

[ বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেনা দ ৬/১]

রস কাব্যে অপরিহার্য। আলংকারিকগণ রসস্পর্শের তারতম্য অনুসারে কাব্যের বিভাগ করেছেন। কাব্যের তিনটি বিভাগ প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন-উত্তম, মধ্যম ও অধম। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনও অধমকাব্যকে একান্তত অস্বীকার করেন নি:

'প্রধানগুণ ভাবাভ্যাং ব্যঙ্গস্যৈবং ব্যবস্থিতেঃ।
উভেকাব্যে ততোহন্যদ্ যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে।।

মম্মটভট্ট কাব্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। কাব্যে ব্যাঙ্গার্থের উপস্থিতি অপরিহার্য এটা মম্মটও স্বীকার করেছেন। ব্যঙ্গার্থ যখন বাচ্যার্থ হতে অধিকতর চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে তখন সে কাব্যকে উত্তম কাব্য বলা হয়।[৬]

এটিকে আনন্দবর্ধন ধ্বনিকাব্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ স্থলে ব্যঙ্গার্থ বলতে প্রধানত রসকে বোঝায়। আনন্দবর্ধন বলেছেন যদিও ব্যঙ্গ অর্থ বস্তু অলংকার ও রস এই ত্রিবিধ, কিন্তু কাব্যাত্মারূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ রসই। বস্তু ও অলংকার রসেই পর্যবসিত হয়ে থাকে। রসের উৎস ব্যঙ্গার্থ।

প্রতীয়মানস্য চান্যভেদ দর্শনেহপি রসভাব মুখেনৈবোপলক্ষণং প্রাধান্যাৎ।
[ আনন্দবর্ধন ১৯৮৩ : ১/৫ এর বৃত্তি ]

মধ্যমকাব্যের লক্ষণ মম্মট এরূপ করেছেন– যখন ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করতে পারে না অর্থাৎ ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থের তুল্য বা তদপেক্ষা ন্যূন তখন তাকে মধ্যমকাব্য বলে। এটির আলংকারিক প্রসিদ্ধ নাম হল গুণীভূতব্যঙ্গ।[৭]

তৃতীয় বা অধম কাব্যকে চিত্রকাব্য বলা হয়েছে।[৮] চিত্রতা বা বিচিত্রতা গুণালংকার সংযোগে হয়। এখানে ব্যঙ্গার্থ অস্ফুট থাকে। সুতরাং 'অব্যঙ্গ' পদটির অর্থ ঈষদ্ব্যঙ্গ বিশিষ্ট। টীকাকার শ্রীধর বলেছেন:

বাচ্যসামর্থ্যবশেন বস্তু সৌন্দর্য্যবলাদ্রসাদিপ্রতীতিরবশ্যং ভবন্ত্যপি বিবক্ষাবিরহাৎ পরিদুর্বলা ভবতি, অসমঞ্জস দধিগুড়মরিচ সংযোগ নির্মিত শিখরিণী রসাস্বাদবৎ।[৯]

অলংকারবহুল কাব্য বা চিত্রকাব্য আবার দ্বিবিধ- শব্দালংকারযুক্ত ও অর্থালংকারযুক্ত-একে শব্দচিত্র বা অর্থচিত্র নাম দেয়া হয়েছে। রসের

জন্য চমৎকারিত্বের অভাববশত বিশ্বনাথ কবিরাজ চিত্রকে কাব্য বলে স্বীকার করেন নি।[১০]

যে রস সুপ্রাচীনকাল হতে কাব্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী তার যথার্থ স্বরূপ কি? এ প্রসঙ্গে আলংকারিকগণ বহুভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন আমাদের চিত্তে স্বভাবতই তিনটি গুণ থাকে-সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এর মধ্যে একটি গুণ কখনও কখনও অপর দুটোকে অভিভূত করে প্রবল হয়:

রজস্তমশ্চাভিভূয়সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তমা।।
[ গীতা ১৪/১০ ]

চিত্তে যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়ে রজ ও তম এগুণ দুটোকে অভিভূত করে তখনই স্বপ্রকাশ এবং আনন্দজ্ঞানস্বরূপ রস অভিব্যক্ত হয়। এ আনন্দ অনুভবকালে অন্যকোনো জ্ঞেয় বস্তুর অনুভূতি থাকে না। এ আনন্দ অলৌকিক।[১১]

একে চমৎকার বলে আলংকারিকগণ আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুত চমৎকার হল রসের প্রাণ। বাসনা বা সংস্কার বশে শুধু সহৃদয় ব্যক্তি এ আস্বাদের অধিকারী হন। এ আস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলা হয়েছে।[১২]

অলৌকিক কাব্যার্থ শ্রবণ ও পরিশীলনের ফলেই সহৃদয়ের চিত্তে এরূপ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়ে থাকে। রস আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপও বটে। তাই যখন আমরা রসের আস্বাদন বলি তখন সে প্রয়োগটি গৌণ। রসই আস্বাদস্বরূপ।[১৩] আস্বাদনরূপ যে ব্যাপার তা কৃতি জ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপার হতে ভিন্ন। আনন্দ বা সুখই হল রসের স্বরূপ।

এখানে বলা যেতে পারে যে রসাস্বাদন যদি সুখময় হয় তবে করুণ রসে স্থায়িভাব শোক হওয়ায় তার আস্বাদন কী করে সুখময় হতে পারে। শোকে কারো আনন্দ বা সুখ হয় না। বীভৎস, ভয়াণক রস সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এ সমাধানও আলংকারিকগণ করেছেন।

করুণ প্রভৃতি রসেও পরম আনন্দ পাওয়া যায় তাতে সন্দেহ নেই। সহৃদয় ব্যক্তির অনুভূতি তার প্রমাণ। অনুভব প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুক্তিও এরূপ দেখান যায়- করুণ রসে যদি দুঃখই থাকবে তবে করুণ রস প্রধান রামায়ণাদি শ্রবণার্থে মানুষ আগ্রহী হবে কেন? দুঃখ পাবার জন্য মানুষের আগ্রহ হতে পারে না। তাই বস্তুত করুণ রসে দুঃখ উৎপত্তি হয় না, বরঞ্চ সুখের উৎপত্তিই হয়।[১৪]

এ প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসায় বলেন: "শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা *ইমোশন*। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনই পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম 'করুণরস'। এই করুণরস শোকের *ইমোশন* নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণরসের সঞ্চার হয়, তা চোখে জল আনলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে [অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৯৭৩:২৬-২৭ ]।

দুঃখের কারণ থেকে সুখের উৎপত্তি এ আপাতবিরুদ্ধ মনে হয়। লৌকিক জগতে দেখা যায় দুঃখকারণ হতে দুঃখই হয়, সুখ কারণ হতে সুখ হয়। লৌকিক সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে এ সত্য বটে। কিন্তু কাব্য-নাটকের সংস্পর্শে এ সুখ-দুঃখ অলৌকিক বিভাবানাদিবশে শুধুই সুখ দেয়, দুঃখ দেয় না। তাই কাব্য নাটকে এরূপ লোক বিরুদ্ধ সংঘটন।[১৫] সুখ দুঃখ এদুয়ের করণ হতেই শুধু সুখেরই উৎপত্তি হয়। তবে যে দেখা যায় সীতার জন্য রাম বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, তার সাথে আমরাও কাঁদি-এ কিরূপে হয়? আমাদের যদি আনন্দই জন্মাবে তবে কাঁদবো কেন? এর উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন, আনন্দে চিত্ত দ্রবীভূত হয়- তাতেই অশ্রুপাত ঘটে। বীভৎস ও ভয়ানক রস প্রসঙ্গেও একথাই বলা চলে।

এ স্থলে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে রসাস্বাদজনিত আনন্দের অধিকারী সকলে নয়। পূর্বজন্মের এবং ইহজন্মের সংস্কারবশেই যে বাসনা হৃদয়ে উপচিত হয়, তাই এরূপ অলৌকিক রসাস্বাদের কারণ। এরূপ বাসনা যার অন্তরে নেই তার রসাস্বাদ হয় না:

সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসান্নভাঃ।।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৩/৯ ]

যাদের বাসনা আছে তারাই রসাস্বাদের অধিকারী, বাসনাহীন মানব রসাস্বাদের অধিকারী নয়।

রসের আস্বাদন কিরূপে ঘটে? এ-প্রসঙ্গে আলংকারিকগণ নানাবিধ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন- তাদের মূল উপজীব্য নাট্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধসূত্র-'বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ [ভরত ১৯৮০ : ৬/৩১ ও ৭১ ]। *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থখানি

পূর্বসূরিদের কাছে ঋণী একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভরতের পূর্বগামী কেউ এরূপ সুসংবদ্ধভাবে রস পদার্থটি নিয়ে আলোচনা করেন নি। *নাট্যশাস্ত্রেই* আমরা প্রথম রসের স্বরূপ এবং তার নিষ্পত্তির উপায় দেখতে পাই' তাই আমরা ভরতকে রসশাস্ত্রের প্রবর্তক বলতে পারি। আলংকারিক রাজশেখর অবশ্য *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে 'নন্দিকেশ্বর' নামক এক আলংকারিককে রসতত্ত্বের জনক বলেছেন- 'রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ' [রাজশেখর ১৯১৬ : প্রথম অধ্যায়]।

রস স্থায়িভাব বা চিত্তবৃত্তির আস্বাদন। এ আস্বাদন উন্মেষের জন্য কতগুলো উপাদানের প্রয়োজন যথা- বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব। স্থায়িভাব হল মানবের রতি, শোক, হাস, ক্রোধ প্রভৃতি আন্তরবৃত্তি। এদের উন্মেষের হেতু আলম্বনবিভাব এবং উদ্দীপনের হেতু উদ্দীপনবিভাব। উদ্দীপিত আন্তরবৃত্তির বহিঃপ্রকাশক কার্য অনুভাব। এদের সহকারী ক্ষণস্থায়ী নির্বেদ লজ্জা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব।

কারণান্যথ কার্যাণি সহকারিণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ।।
বিভাবা অনুভাবাস্তত্ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
[ মম্মটভট্ট ১৯৬৫ : ৪/ সূত্র ৪৩]

ভরতের মতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে স্থায়িভাব, রস সংজ্ঞা লাভ করে।

ভরতের রসসূত্রটির মধ্যে 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' পদ দুটোর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। মতগুলোর মধ্যে চারটি প্রসিদ্ধ- ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ ও অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ।

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট নিজগ্রন্থে তাঁদের রসসূত্র ব্যাখ্যায় দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ সংক্ষেপে পরিস্ফুট করেছেন। এতে পর্যায়ক্রমে পরগামী ও পূর্বগামীর ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখিয়ে নিজমত প্রকাশ করেছেন। আচার্য অভিনবের ব্যাখ্যাই উত্তর কালীন বিশ্বনাথ প্রমুখ গ্রহণ করেছেন।

**উৎপত্তিবাদ**-ভট্টলোল্লটের মতে, দ্বিবিধ বিভাব অর্থাৎ আলম্বন এবং উদ্দীপনের দ্বারা রত্যাদিভাব উৎপন্ন হয়- তাই আলম্বন উদ্দীপন হল রত্যাদিস্থায়ির উৎপত্তির পক্ষে কারণ। অনুভাব অর্থাৎ কটাক্ষাদি কার্যের দ্বারা তা প্রতীতিযোগ্য হয়। আর নির্বেদাদি সঞ্চারিভাব হল সহকারী। এদের দ্বারা উপচিত অর্থাৎ পুষ্টীকৃত হয়ে স্থায়ী অনুকার্য নায়ক রাম যুধিষ্ঠির প্রভৃতিতে প্রতীয়মান হয়। অভিনয়ের দ্বারা তদ্রূপানুসন্ধান বশে অনুকর্তা নটাদিতে তা আরোপিত হয়। এরূপ আরোপ্যমান স্থায়িভাবকে আস্বাদন

করে সামাজিক অপার্থিব চমৎকারিত্ব অনুভব করে। তা-ই রস। ভট্টলোল্লটের অভিপ্রায় এই-সর্প অবিদ্যমান থাকলেও যেমন সর্পরূপে দৃষ্ট যে মালা তা থেকেও ভীতি জন্মে, তদ্রুপ সীতা বিষয়িনী অনুরাগরূপা যে রামের রতি, তা নটে অবিদ্যমান হলেও নাট্য তার অভিনয় নৈপুণ্যবশে তাতে অবস্থিত বলে মনে হয়। এ রূপে প্রতীয়মান হয়ে তা সহৃদয়ের চিত্তে যখন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে তখনই তাকে রস বলা হয়।

**অনুমিতিবাদ**-শ্রীশঙ্কুকের মতে, চিত্রতুরগাদির ন্যায় ইনিই রাম, নটে এরূপ বোধ জন্মালে-সহৃদয়ের বাসনা অর্থাৎ পূর্ব সংস্কারের দ্বারা রত্যাদিভাব রসরূপে আস্বাদিত হবে। তৎপূর্বে নট প্রসঙ্গে সম্যগ্‌জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান, সংশয় ও সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মাবে। যথা-রামই এই, এ রাম-নয়, ইনি রাম কিনা, ইনি রামের মতো। নটে যখন ইনি রাম বলে বোধ হয়, তখন সেই প্রতীতি উক্ত চার-প্রকার প্রতীতি হতে ভিন্ন। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব ঐরূপ নট প্রকাশিত করলেও সেই কারণ কার্য সহকারী কৃত্রিম, তথাপি শিক্ষা অভ্যাসাদি বশে তা অকৃত্রিম বলেই মনে হয়। এ-রূপ বিভাবাদির সংযোগে (এখানে গম্য গমক ভাবরূপ-সংযোগ) স্থায়িভাব নটে অনুমিত হয়েও বস্তুসৌন্দর্যবলে রসনীয় বা আস্বাদনযোগ্য হয়। অর্থাৎ নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবের অনুমানেই সামাজিকগণের অলৌকিক আনন্দানুভূতি আত্মলাভ করে এবং সহৃদয়ের বাসনার-দ্বারা তা আস্বাদিত হয়। এটাই রস।

**ভুক্তিবাদ**- আচার্য ভট্টনায়ক মনে করেন, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সাথে সংযোগ অর্থাৎ ভোজ্য ভোজকভাব সম্বন্ধেরবশে রসের নিষ্পত্তি অর্থাৎ ভুক্তি বা ভোগ হয়ে থাকে-তাই এ মতকে 'ভুক্তিবাদ' বলে। এই ভুক্তিবাদে তিনটি বিশিষ্ট শক্তি কল্পিত হয়েছে- 'অভিধা', 'ভাবনা', 'ভোগীকৃতি'। প্রথমটি শব্দগত, দ্বিতীয়টি অর্থগত এবং তৃতীয়টি সহৃদয় শ্রোতা বা দর্শকের মানসব্যাপার।

ভট্টনায়কের মতে নাট্যদর্শনকালে তিনটি পদার্থ উপস্থিত থাকে। অভিনেতা নট, অনুকার্য (রামাদিনায়ক) এবং সহৃদয় সামাজিক। এখানে রস কাকে আশ্রয় করে প্রতীত হচ্ছে এ আশঙ্কার সমাধানকল্পে ভট্টনায়ক বলেছেন যে এখানে দু'টি পক্ষ নট এবং রামাদি উভয়েই উদাসীন। রসাস্বাদে এরা কেউই অংশগ্রহণ করছে না। এদেরকে আশ্রয় করে রস কখনও প্রতীত হতে পারে না। নট শুধু রামাদির স্বরূপ প্রদর্শন করায়। বস্তুত রসাস্বাদের ভোক্তা হয় না। তাই তাতে রস থাকতে পারে না। অনুকার্য রামাদিতেও রস প্রতীত হতে পারে না। কারণ অখণ্ড ও অলৌকিক রস সীমিত এবং লৌকিক রামাদিতে তা সম্ভব নয়। যে রামাদিকে আশ্রয় করে রত্যাদির প্রতীতি হচ্ছে সেই রামাদি অনুপস্থিত। নটগত বা রামাদিগত রতি প্রভৃতি অনুমিত

হলেও তা সামাজিকে না থাকায় তা সামাজিকের আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না। সীতা প্রভৃতি অনুকার্য রামাদিনিষ্ঠ হওয়ায় সামাজিকের রতির উদ্বোধক হতে পারে না। সুতরাং এখানে 'সাধারণীকরণ' রূপ একটি প্রক্রিয়া স্বীকার করতে হয়। যদিও অন্য সম্বন্ধ হয়ে বিভাবাদি অসাধারণরূপেই বিদ্যমান থাকে, তথাপি তার ব্যক্তি বিশেষাংশ পরিহার করে উপস্থাপিত করাই হল সাধারণীকরণ। পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্রেও সাধারণীকরণের প্রচলন দেখা যায়। কারণ এই সাধারণীকরণের ফলেই পাত্র পাত্রীর সাথে সহৃদয় সামাজিক একাত্মতা অনুভব করতে পারেন। অ্যারিস্টটোল বলেন:

> '... We are able in some sense to identify ourselves with him to make his fortunes our own.' '...The spectator is lifted out of himself. He becomes one with the tragic sufferer and through him with humanity at large.'[১৬]

এ ব্যাপারটিকে ভট্টনায়ক ভাবকত্ব ব্যাপার বলে নির্দেশ করেন। এ ব্যাপারের দ্বারা রত্যাদি স্থায়িভাব ও ভাব্যমান অর্থাৎ সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়। এ-রূপে রত্যাদিও সাধারণীকরণের বলে সামাজিকের মধ্যে আছে বলে অনুভূত হয়। এরূপ সাধারণীকৃত রত্যাদি স্থায়ী সামাজিকের সত্ত্বোদ্রেকজনিত আনন্দময় সংবিতে বিশ্রান্ত হয় অর্থাৎ তাদৃশ সংবিৎ (চৈতন্য) দ্বারা আস্বাদিত হয়। এটাই স্থায়ীর ভোগ বা ভুক্তি।

ভট্টনায়কের অভিপ্রায় এই-শব্দের যেরূপ অভিধা লক্ষণাদি ব্যাপার বলে অর্থ প্রতীতি হয় কাব্যনাট্যে সেরূপ ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে দু'টি ব্যাপার আছে, এ দু'টি অলৌকিক। লৌকিক শব্দের এ-রূপ অর্থ প্রকাশের সামর্থ নেই। কাব্যার্থ অনুশীলন এবং তার বোধের পরই এরূপ প্রতীতি জন্মে। ভাবকত্বরূপ যে প্রথম ব্যাপার- তার দ্বারা সীতাদিবিভাব ও তাকে আশ্রয় করে রামসম্বন্ধিনী যে রতি, তা সীতাত্ব ও রামত্বরূপ বিশেষাংশ বিলয়ের পর সাধারণ রমণী ও রতিরূপে উপস্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হল ভোজকত্ব ব্যাপার। এই ভোজকত্ব ব্যাপারের ফলে পূর্বে যে সাধারণীকৃত, রত্যাদি তা সহৃদয় সামাজিক আত্মচৈতন্যের দ্বারা আস্বাদ করতে পারেন। এই রতি তখন লৌকিক হলেও সাধারণীকরণের ফলে অলৌকিক হয়ে যায়। ফলত সামাজিক কর্তৃক এ-রতির আস্বাদ সম্ভবপর হয়। এ আস্বাদই ভোগ বা ভুক্তি- এটাই আচার্য বর্ণিত নিষ্পত্তি।

**অভিব্যক্তিবাদ**-আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ করেছি যে অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী আলংকারিক লোল্লটের মতে অনুকার্য রামাদিকে আশ্রয় করে রস নিষ্পত্তি হয়। এই মতের সমালোচনা করে শ্রীশঙ্কুক তাঁর অনুমিতিবাদে বলেছেন যে অনুকার্য রামাদি

নয়, অভিনয়নিপুণ অনুকর্তা নটাদিতেই রসোদ্‌গম হয়। কিন্তু ভট্টনায়ক তাঁর ভুক্তিবাদে সাহিত্যের তিনটি বিশিষ্ট ব্যাপার কল্পনা করেছেন- 'অভিধা', 'ভাবনা' এবং 'ভোগীকৃতি'। তাঁর মতে সামাজিকগণের রসানুভূতির প্রতি এই তিনটি ব্যাপারের প্রত্যেকটি অপরিহার্য। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই মত খণ্ডন করে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেন। রস সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর মতবাদ অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। তিনি ভট্টনায়ক কর্তৃক কল্পিত 'ভাবনা' ও 'ভোগীকরণ' এই শক্তিদ্বয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতবাদের মূলকথা হলো মানবচিত্তে অনাদিকাল হতে বাসনারূপে রতি, শোক, হর্ষ ইত্যাদি আন্তরবৃত্তি বিরাজ করে। এদেরকে স্থায়িভাব বলা হয়। সহৃদয় সামাজিক যখন কাব্য পাঠ করেন অথবা অভিনয় দর্শন করেন তখন তাঁর প্রধানত শব্দার্থের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা এবং কাব্যে গুণালংকার ও নাট্যের অভিনয় ইত্যাদির সহযোগিতায় বর্ণিত বিষয়ের দেশকালাদি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধবোধ বিলুপ্ত হয় এবং রসাস্বাদে যোগ্যতা আসে। ফলে রামসীতাদিরূপ বিভাবাদি ও রামাদিনিষ্ঠ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সাধারণীকরণ ঘটে। অর্থাৎ রাম ও সীতা সাধারণ নরনারীরূপে এবং এদের রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব সাধারণরতি প্রভৃতি স্থায়িভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। তৎকালে সামাজিকের চিত্তেও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিমান বিগলিত হয়ে যায়। অভিনবগুপ্তের মতে স্থায়িভাবের সাথে বিভাবাদির ব্যঙ্গব্যঞ্জক রূপ সম্বন্ধ হেতু রস অভিব্যক্ত হয়। বিভাবাদি ব্যঞ্জকও স্থায়ী ব্যঙ্গ। সুতরাং এরূপ সংযোগ হতে যে রস নিষ্পত্তি ঘটে তাই রসের অভিব্যক্তি।

অভিনবগুপ্তের পরবর্তী আলংকারিকগণ অভিনবগুপ্ত প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করে রসতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও অভিনবগুপ্তের মতটি একটু ভিন্নরূপে পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে চারুকাব্যের দ্বারা পরিবেশিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে প্রবেশ করে তার সহৃদয়তা হতে উদ্ভূত বিশেষ মানস ব্যাপারের দ্বারা সাধারণ বিভাবাদিতে পরিণত হয়। অনন্তর ঐ বিভাবাদির জ্ঞান মিলিত হয়ে পাঠকের চিত্তের অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত করলে স্বপ্রকাশ চিদানন্দ প্রকাশিত হয়। এই চিদানন্দের দ্বারা আস্বাদিত সামাজিকের নিজস্ব রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিই রস।[১৭]

বৈষ্ণব আলংকারিকগণও রসাস্বাদ প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্তের অনুরূপমত পোষণ করতেন। বৈষ্ণবমতের বৈশিষ্ট্য হল যে ভক্তচিত্তের বাসনোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িণী রতি আস্বাদিত হয়ে রসে পরিণত হয়:

ভক্তানাং হৃদিরাজন্তী সংস্কার যুগলোজ্বলা। রতিরানন্দরূপৈবনীয়মানা তু রস্যতাম্।।
কৃষ্ণাদির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভাবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দ চমত্কারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্।।
[রূপগোস্বামী ১৩৪০ : দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী ৯-১০]

রসের সংখ্যা নিরূপণ করতে আলংকারিকগণ বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন।

আচার্য ভরত শৃঙ্গার-হাস্য প্রভৃতি আটটি রস স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্থায়িভাবও আটটি দেখিয়েছেন।[১৮]

রস এবং ভাববিষয়ক এই কারিকা দু'টির পাঠভেদ আছে। রস কারিকার উত্তরার্ধে কেউ কেউ এই পাঠ করেন-

বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।

এতদনুসারে স্থায়িভাব কারিকাতে (৬/১৭) পাঠান্তর করা হয়। (৩য় চরণে) 'জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি'-এ স্থলে 'জুগুপ্সা বিস্ময়শমাঃ'। উদ্ভট শান্তকে ধরে নয়টি রস স্বীকার করেছেন।[১৮]

মহাকবি কালিদাস তাঁর বিক্রমোর্বশীয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে অষ্টাদশ শ্লোকে বলেছেন:

মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিবদ্ধঃ
ললিতাভিনয়ং তমদ্যভর্ত্তামরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ ।।

এতে দেখা যায় ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* যে অষ্টরসের উল্লেখ আছে তা-ই কালিদাস সম্মত। নাট্যশাস্ত্রের পাঠান্তরে নবম রস থাকলেও তার এখানে পরিচয় নেই।

নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত আলংকারিক রুদ্রটের মতে রসের সংখ্যা দশ:

শৃঙ্গারবীর করুণাবীভৎস ভয়ানকাদ্ভুতা হাস্যঃ।
রৌদ্রঃশান্তঃ প্রেয়ানিতি মন্তব্যা রসাঃ সর্বেঃ।।
[রুদ্রট ১৯৬৬ : ১২/৩]

মম্মটভট্ট প্রথমত বলেছেন: অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ [মম্মটভট্ট ১৯৬৫: ৪/সূত্র ৪৪] কিন্তু পরে তিনি শান্ত রসকে স্বীকার করেছেন: নির্বেদস্থায়িভাবোহস্তি শান্তোহপি নবমো রসঃ। [মম্মটভট্ট ১৯৬৫: ৪/সূত্র ৪৭]। জগন্নাথও শান্তকে ধরে নয়টি রস স্বীকার করেছেন:

শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রো বীরোদ্‌ভুতস্তথা।
হাস্যো ভয়ানকশ্চৈব বীভৎসশ্চেতি তে নব।।
[জগন্নাথ : ৩৪]

বিশ্বনাথও বিচারপূর্বক *সাহিত্যদর্পণে* শান্তের রসত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি বাৎসল্য নামে একটি রসও মুনীন্দ্র সম্মত বলে উল্লেখ করেছেন:

অথমনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ নাম রসঃ।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬:২৪২]।

ধনঞ্জয় বলেন: 'শমমপি কেচিৎপ্রাহুঃ, পুষ্ঠির্নাট্যেষুনৈতস্য'। [ধনঞ্জয় : ৪/৩৫]। ফলতঃ তন্মতে 'শান্ত' রসরূপে নাট্যে স্বীকৃত নয়।

কিন্তু নাটকে যে 'নানারস নিরন্তরম্‌' এরূপ নির্দেশ আছে তাতে মনে হয় শান্তরস নাট্যেও অনুপাদেয় নয়। ভোজের মতে রসের সংখ্যা দ্বাদশ প্রকার।

'শৃঙ্গারবীরকরুণরৌদ্রাদ্ভুত ভয়ানক ।
বীভৎস হাস্য প্রেয়াংসঃ শান্তোদাত্তোদ্ধতা রসাঃ।।
[ভোজরাজ ১৩৪০ : ৫/২৫১]।

বৈষ্ণবগণ রস একটি বলেই বর্ণনা করেন। সেটি হল ভক্তিরস। এর ভেদ বহুবিধ। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* তৃতীয় খণ্ডের পশ্চিম বিভাগে শান্ত প্রভৃতি পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস নিরূপিত হয়েছে। এই পাঁচটি হল- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরভক্তি। লোকসাহিত্যে প্রচলিত করুণ, হাস্য প্রভৃতি সাতটি রস গৌণভক্তি রসরূপে পরিগণিত।[২০]

পরিশেষে বলা যায় যে ভরত থেকে আরম্ভ করে জগন্নাথ পর্যন্ত সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থে রস সম্পর্কে যেরূপ বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা হয়েছে, সেরূপ আলোচনা অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যতত্ত্বে একান্ত দুর্লভ। রসের এরূপ সুবিন্যস্ত উপস্থাপনার মাধ্যমেই সংস্কৃত আলংকারিকরা অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।।

১। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ২/৭]

২। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

[ বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ১/৩

৩। রসবদ্ রসপেশলম্।

[দণ্ডী ১৯৭০ : ২/২৭৫)

৪। বৃত্তয়োহি রসাদিতাত্পর্যেন সন্নিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ ছায়ামাবহন্তি। রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি ত্রয়োজীবর্ভূতাঃ।।

[আনন্দবর্ধন ১৯৮৩ : ৩/৩৩ বৃত্তি, ও ১৯২)

৫। স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং বাক্যার্থমুপভুঞ্জতে।
প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটু ভেষজম্।।

[ উদ্ভট১৯২৮ : ৫/৩]

উদ্ভটের *কাব্যালংকারসারসংগ্রহ* গ্রন্থের লঘুবৃত্তিটীকায় বলা হয়েছে:

রসাদ্যধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যত ঃ।
কথ্যতেতদ্রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্।।

৬। ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যেঁবাচ্যাদ্ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।

[মম্মটভট্ট ১৯৬৫ :১/সূত্র২]

৭। অত্যদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যেতু মধ্যমম্।

[ পূর্বোক্ত ১/সূত্র ৩]

৮। শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্।

[ পূর্বোক্ত ১/সূত্র ৪]

৯। কাব্যপ্রকাশ ৬ষ্ঠ উল্লাস

[মম্মটভট্ট : ১৮৩]

১০। কেচিচ্চিত্রাখ্যং তৃতীয়ং কাব্যভেদমিচ্ছন্তি। তদাহুঃ-
শব্দচিত্রং বাচ্য চিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্ ইতি।

তন্ন। যদি হি অব্যঙ্গ্যত্বেন ব্যঙ্গাভাবস্তদা তস্য কাব্যত্বমপি নাস্তীতি প্রাগেবোক্তম্। ঈষদ্ব্যঙ্গ্যত্বমিতি চেৎ? কিংনামেষদ্ ব্যঙ্গ্যাত্বম্? আস্বাদ্যব্যঙ্গত্বম্। অনাস্বাদ্যব্যঙ্গ্যত্বং বা? আদ্যে প্রাচীনভেদয়োরেবান্তঃ পাতঃ। দ্বিতীয়েত্বকাব্যত্বম্। যদি চাস্বাদ্যত্বং তদাক্ষুদ্রত্বমেব, ক্ষুদ্রতায়ামনাস্বাদ্যত্বাৎ।
বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : চতুর্থ পরিচ্ছেদ ]

১১। 'তস্মাদলৌকিকঃ সত্যং বেদ্যঃ সৈহৃদয়রয়ৈম্।'

[ পূর্বোক্ত ৩/২৮]

১২। সত্ত্বোদ্রেকাদ-খণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসাহাদরঃ

[পূর্বোক্ত ৩/২]

১৩। রস ইতি কঃ পদার্থঃ? অত্রোচ্যতে। আস্বাদ্যত্বাৎ।

[ভরত ১৯৮০:৬ষ্ঠ অধ্যায়]

১৪। করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।
কিন্তু, তেষু যদা দুঃখং ন কোহপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা।।

[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৩/৩-৫]

১৫। হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিক বিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোহপীতি কা ক্ষতিঃ।।

[পূর্বোক্ত ৩/৬]

১৬। ও-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র.
সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৯৭৮

১৭। 'সমুচিতললিতসন্নিবেশচারুণা কাব্যেন সমর্পিতৈঃ সহৃদয়হৃদয়ং প্রবিষ্টৈস্তদীয় সহৃদয়তাসহকৃতেন ভাবনাবিশেষ মহিম্না বিগলিতদুষ্যন্ত রমনীত্বাদিভিরলৌকিক-বিভানুব্যভিচারিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ শকুন্তলাদিভিরালম্বনকারণৈঃ, চন্দ্রিকাদিভিরুদ্দীপন-কারণৈঃ, অশ্রুপাতাদিভিঃ কার্যৈঃ, চিন্তাদিভিঃ সহকারিভিশ্চ, সংভূয়প্রাদুর্ভাবি তেন অলৌকিকেন ব্যাপারেণ তৎকালনিবর্তিতান-ন্দাংশাবরণ জ্ঞানেন অত এব প্রমুষ্টপরিমিতপ্রমাহতৃত্বাদি-নিজধর্মেণ প্রমাত্রা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূ-পানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মাণঃ প্রাগ্-বিনিবিষ্টবাসনাখ্যো রত্যাদিরেব রসঃ।।'

[জগন্নাথ : ২৫ ]

১৮। শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়াণকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যেরসাঃ স্মৃতাঃ।।
রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

[ভরত ১৯৮০: ৬/১৫-১৭]

১৯। Udbhata in his *Kavyalankara-Sarasamgraha* mentions nine rasas [Kane 1961 : 13]

২০। পূর্বমুক্তাদ্বিধা ভেদানুখ্য গৌণতয়া রতেঃ।।
ভবেদ্‌ভক্তিরসোঽপেষ্য মুখ্য গৌণতয়া দ্বিধা।
পঞ্চধাপি রতেরৈক্যানুখ্যস্তেক ইহোদিতঃ।
সপ্তধাঽত্র তথা গৌণ ইতি ভক্তি রসোঽষ্টধা।
মুখ্যস্ত পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসল ঃ।।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথা পূর্বমনুত্তমাঃ।।
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্ দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে।।
[রূপগোস্বামী ১৩৪০: দক্ষিণ বিভাগ, পশ্চিম লহরী ৮৬-৯০]

## গ্রন্থপঞ্জি


অতুলগুপ্ত ১৯৭৩ — *কাব্য জিজ্ঞাসা।* কলকাতা।

আনন্দবর্ধন ১৩৫৭ — *ধ্বন্যালোক-লোচনটীকাযুক্ত* (অনুবাদক শ্রী সুবোধসেন গুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য কলকাতা)।

১৯৮৩ — *ধ্বন্যালোক* [দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব] কলকাতা:নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

উদ্ভট ১৯২৮ — *কাব্যালংকারসারসংগ্রহ* প্রতীহারেন্দুরাজটীকা-যুক্ত। কলকাতা: নির্ণয় সাগর সংস্করণ।

জগন্নাথ — *রসগঙ্গাধর* [সন্ধ্যাভাদুড়ী-সম্পাদিত] কলকাতা।

দণ্ডী ১৯৭০ — *কাব্যাদর্শ* [রঙ্গাচার্য রেড্ডী শাস্ত্রী সম্পাদিত]। পুনা।

ধনঞ্জয় — *দশরূপক* [বঙ্গানুবাদ বিষ্ণুবসু,] কলকাতা।

বামন — *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*. কামধেনুটীকাযুক্ত, ১৯০৯ শ্রীরঙ্গম্ : বাণী-বিলাস সংস্করণ।

বিশ্বনাথ — *সাহিত্যদর্পণ* [শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৩৮৬ সম্পাদিত] কলকাতা।

ভরত ১৯৮০ — *নাট্যশাস্ত্র* [বটুকনাথশর্মা ও বলদেব উপধ্যায় সম্পাদিত] বারাণসী।

ভামহ ১৯৮১ — *কাব্যালংকার* [বটুকনাথশর্মা ও বলদের উপাধ্যায় সম্পাদিত] বারাণসী।

ভোজরাজ — *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* [শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৩৪০ সম্পাদিত] কলকাতা।

মম্মটভট্ট ১৯৬৫ — *কাব্যপ্রকাশ* ১ [রঘুনাথ দামোদর কারমারকার সম্পাদিত] পুনা।
*কাব্যপ্রকাশ* [শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত]

মহিমভট্ট ১৯৩৬ — *ব্যক্তিবিবেক* রুয্যকটীকাযুক্ত,:বারাণসী চৌখাম্বা সংস্করণ।

রাজশেখর ১৯১৬ — *কাব্যমীমাংসা* [সি-ডি-দালাল ও আর অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত] বরোদা।

রুদ্রট ১৯৬৬ — কাব্যালংকার [পণ্ডিত রামদেব শুক্লা সম্পাদিত] বারাণসী।

রূপগোস্বামী ১৩৪০ — *ভক্তিরসামৃতাসিন্ধু* [গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত] কলকাতা।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৯৭৮ — *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব*। কলকাতা।

Kane P. V. 1961 — *History of Sanskrit Poetics.* Delhi.